গৃহ ব্যবস্থাপনা

ইউনিট ১

ভূমিকা

গৃহ ব্যবস্থাপনা একটি চলমান প্রক্রিয়া। পারিবারিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিবারের সদস্যগণ ব্যবস্থাপনার কতগুলো পদ্ধতি অনুসরণ করেন। এগুলো হলো- পরিকল্পনা, সংঘটন, নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ন। পরিবারের মানবীয় ও বস্তুবাচক সম্পদ ব্যবহার করে পারিবারিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য এসব পদ্ধতি বা ধাপ অনুসরণ করে তার সফল বাস্তবায়ন করাকেই গৃহ ব্যবস্থাপনা বলে। পারিবারিক লক্ষ্যসমূহ দীর্ঘমেয়াদী, মধ্যবর্তীকালনী ও তাৎক্ষণিক -এ তিন ধরনের হয়ে থাকে। এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলতে কতগুলো বিকল্প ব্যবস্থার মধ্য হতে একটি বেছে নেয়া বা গ্রহণ করাকে বোঝায়। এ ইউনিটে গৃহ ব্যবস্থাপনার এসব মূল বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ১.১ : গৃহ ব্যবস্থাপনার ধারণা
পাঠ- ১.২ : গৃহ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য
পাঠ- ১.৩ : লক্ষ্য ও লক্ষ্যের প্রকারভেদ
পাঠ- ১.৪ : গৃহ ব্যবস্থাপনার ধাপ বা পর্যায়
পাঠ- ১.৫ : সিদ্ধান্ত গ্রহণ

পাঠ-১.১ গৃহ ব্যবস্থাপনার ধারণা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- গৃহ ব্যবস্থাপনার ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন;
- গৃহ ব্যবস্থাপনা ধারণা কাঠামোর সাহায্যে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

পৃথিবীর প্রাচীনতম সংগঠন হলো পরিবার। পরিবার সমাজের ক্ষুদ্রতম একক। গৃহই পরিবারের আশ্রয়স্থল। অন্যান্য সংগঠনের মতো গৃহেরও ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। ব্যবস্থাপনায় যেমন কোনো লক্ষ্য স্থির করে কয়েকজন মিলে একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার বাস্তবায়ন করে, ঠিক তেমনি গৃহ ব্যবস্থাপনাতেও পরিবারের সদস্যগণ পারিবারিক কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করে।

পরিবারের প্রধান অর্থাৎ বাবা অথবা মা গৃহে ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তিনি পরিবারের সদস্যদের চাহিদা ও সক্ষমতা অনুসারে লক্ষ্য নির্ধারণ করেন। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন সম্পদের সঠিক ব্যবহার। আর সম্পদের সঠিক ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি বা ধাপসমূহ অনুসরণ করতে হয়। গৃহ ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য ধাপ হলো পরিকল্পনা, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ন। গৃহ ব্যবস্থাপনায় সাধারণত বস্তুবাচক সম্পদ যেমন- অর্থ, জমি, বাড়ি ও মানবীয় সম্পদ যেমন- মেধা, জ্ঞান, বুদ্ধি ইত্যাদির সফল সমন্বয় ঘটানো হয়। একটি গৃহে উপার্জনক্ষম সদস্যরা তাদের উপার্জিত অর্থ দিয়ে এবং উপার্জনক্ষম নয় এমন সদস্যরা তাদের শ্রম, শক্তি, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি দিয়ে সম্মিলিতভাবে কাংখিত পারিবারিক লক্ষ্য অর্জন করেন। এভাবেই একটি গৃহে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগ ঘটে।

গ্রস ও ক্র্যান্ডেল এর মতে- "গৃহ ব্যবস্থাপনা একটি মানসিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে পরিবারগুলো পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে পরিবারের মানবীয় ও বস্তুবাচক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে উদ্দেশ্য অর্জন করে।"

নিকেল ও ডরসি গৃহ ব্যবস্থাপনার ধারণা দিতে গিয়ে একে পারিবারিক জীবনের প্রশাসনিক দিক বলে মনে করেন। তাদের মতে- "পারিবারিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য মানবীয় ও বস্তুবাচক সম্পদসমূহের ব্যবহারে পরিকল্পনা, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ন করাই হচ্ছে গৃহ ব্যবস্থাপনা।"

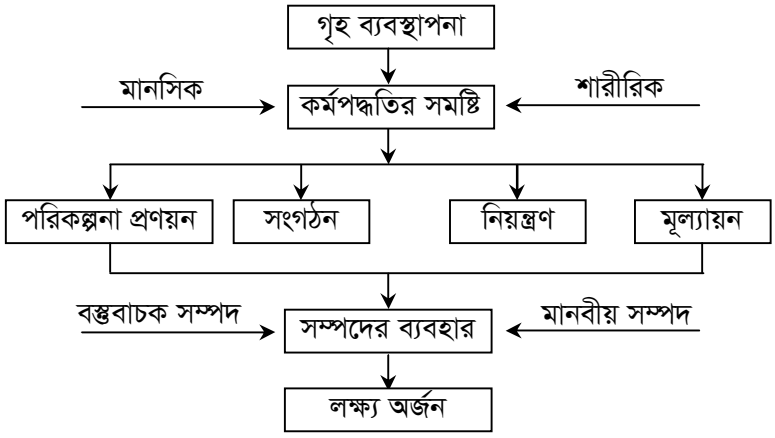

পারিবারিক সিদ্ধান্ত অনুসারে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হলো যে, সন্তান ভবিষ্যতে একজন চিকিৎসক হবে। এই লক্ষ্য অর্জনে গৃহ ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি অনুসরণ করে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ সুষ্ঠু পরিকল্পনা মাফিক সন্তানকে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানো, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও নানাভাবে তাকে পড়ালেখায় উৎসাহ, সহযোগিতা ও সমর্থন দেয়া পরিবারের প্রথম পদক্ষেপ হয়ে থাকে। এজন্য বস্তুবাচক ও মানবীয় দু'ধরনের সম্পদ ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ করা, তাকে সময় দেয়া, উৎসাহ যোগানো ও যথাযথ দিক নির্দেশনা ইত্যাদি দিতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	পরিবারের জন্য বাসগৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা ও পদক্ষেপসমূহের উদাহরণ দিন।

সারাংশ

গৃহ ব্যবস্থাপনা হলো একটি চলমান প্রক্রিয়া, পারিবারিক লক্ষ্য অর্জনে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এ লক্ষ্য অর্জনে পরিবারের বস্তুবাচক ও মানবীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার প্রয়োজন। গৃহ ব্যবস্থাপনার ধাপগুলোর যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়ার সফল বাস্তবায়ন সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। গৃহ ব্যবস্থাপনাকে পারিবারিক জীবনের কী বলা হয়?

ক) রাজনৈতিক দিক খ) প্রশাসনিক দিক

গ) আর্থিক দিক ঘ) সামাজিক দিক

২। গৃহ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ধাপ হলো–

i. পরিকল্পনা

ii. সংগঠন

iii. নিয়ন্ত্রণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.২ গৃহ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- গৃহ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

যুগের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে পরিবারের কার্যকলাপ পরিবর্তিত হচ্ছে। এ পরিবর্তনসমূহ নিয়ম মাফিক হবার জন্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন। গৃহ ব্যবস্থাপনা বলতে পারিবারিক লক্ষ্য অর্জনে সম্পদের ব্যবহারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে বোঝায়। এর প্রভাব পড়ে গোটা সমাজে। সমাজ হয় উন্নত, আধুনিক এবং গতিশীল।

অর্থনীতিবিদ রাইস এর মতে গৃহ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হলো পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করা। জীবনযাপনের গুণগত মান বৃদ্ধির মাঝেই ব্যবস্থাপনার যথার্থতা প্রকাশ পায়। গৃহ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যসমূহ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করা হলো–

- **সম্পদের যথাযথ ব্যবহার:** পারিবারিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারে ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করার সক্ষমতা অর্জন করা যায়। এক্ষেত্রে অর্থ, জমি-জমা ও জ্ঞান, দক্ষতা অর্থাৎ বস্তুবাচক ও মানবীয় সম্পদকে সঠিক সময়ে, সঠিক নিয়মে ধাপ অনুযায়ী ব্যবহার করার ক্ষমতা অর্জিত হয়।
- **মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্য নির্ধারণ:** প্রতিটি ব্যক্তি তার পরিবার ও সামাজিক পছন্দ অনুযায়ী নিজস্ব মূল্যবোধ নির্ধারণ করে। মূল্যবোধই লক্ষ্য স্থির করতে সহায়তা করে। যেমন- কেউ শিক্ষাকে প্রাধান্য দিলে বাড়ি কেনার বদলে সন্তানকে উচ্চমানের প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করাবেন। মূল্যবোধের আঙ্গিকে লক্ষ্য নির্ধারণে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- **গৃহের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশের সমন্বয় সাধন:** ছোট ও বড় পরিসরে যেকোনো ক্ষেত্রে আর্থসামাজিক পরিবেশের সাথে পরিবারের খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা অর্জন করা গৃহ ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ। অর্থাৎ গৃহ ব্যবস্থাপনার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো যেকোনো পরিবর্তিত ও অনাকাঙ্খিত পরিবেশে মানিয়ে চলার ক্ষমতা অর্জন করা।
- **ভোক্তার অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কিত সচেতনতা সৃষ্টি করা:** ভোক্তা যিনি বাজার থেকে দ্রব্যাদি ক্রয় করে ভোগ করেন, তাকে অবশ্যই তার অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে হবে। অর্থাৎ পণ্যটির গুণগত মানে কোনো সমস্যা থাকলে তা বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানকে জানানো ও সঠিক পণ্য গ্রহণ করা ভোক্তার দায়িত্ব ও অধিকার।
- **জীবনের সকল ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করা:** কর্মমুখী আচরণের মাধ্যমে পরিবারের কল্যাণ হয় যা প্রকৃতপক্ষে দেশেরও কল্যাণ করে। ব্যবস্থাপনার জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের ফলেই এই সফলতা অর্জন সম্ভব। একজন সফল ব্যক্তি পারিবারিক জীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধি এনে সমগ্র দেশেরই মঙ্গল সাধন করে।
- **আর্থিক বিষয়াবলি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা:** পারিবারিক আর্থিক সচ্ছলতা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে উন্নত করে। গৃহব্যবস্থাপনায় অর্থ পরিচালনার জ্ঞান পরিবারের সদস্যদের আয় অনুযায়ী ব্যয় করা, পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করা, পারিবারিক সঞ্চয়ের সুঅভ্যাস গঠন ইত্যাদি কাজে অভ্যস্ত করে। অর্থ ব্যবস্থাপনার এ ধারণা পরিবারকে সাবলীল বর্তমানের পাশাপাশি নিশ্চিত ভবিষ্যৎ দান করে থাকে।
- **পেশাগত সফলতা বৃদ্ধি করা:** ব্যবস্থাপনার দক্ষ গুণাবলি আত্মস্থ করার ফলে ব্যক্তির যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে গৃহ ব্যবস্থাপনা সহায়তা করে যা ব্যক্তির পেশাগত সফলতা অর্জনে ভূমিকা রাখে।
- **জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা:** উন্নত জীবনযাপনের লক্ষ্যে গৃহস্থালি কাজগুলো সহজে, অল্প সময়ে সম্পন্ন করার জন্য শ্রম সাশ্রয়ী সরঞ্জাম, বহুমুখী আসবাবপত্রের ব্যবহার করা হয়। গৃহ ব্যবস্থাপনা সময় ও শক্তির সুষ্ঠু ব্যবহারের শিক্ষা দেয়। ফলে জীবনযাপন সহজ ও উন্নত হয়। যেমন- ব্লেন্ডার, ওয়াশিং মেশিন, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ইত্যাদির ব্যবহার।
- **পরিবেশ দূষণ রোধ করা:** গৃহের অভ্যন্তরীণ ও গৃহের চারপাশের পরিবেশ সংরক্ষণে পরিবারের সদস্যদের সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধ করা যায়। যেমন- যথাস্থানে ময়লা আবর্জনা ফেলা, বাড়ির চারপাশে ও ছাদ বা বারান্দায় গাছ লাগানো। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি আকস্মিক দুর্যোগের আগে ও পরে সাবধানতা ও করণীয় কাজগুলো শিক্ষা লাভ করে নিরাপদ থাকা যায়।
- **প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে সচেতনতা সৃষ্টি:** প্রাকৃতিক গ্যাস, বিদ্যুৎ ইত্যাদি ব্যবহারে সচেতনতা সৃষ্টি এবং বিকল্প জ্বালানি হিসেবে বায়োগ্যাস, সৌরশক্তির ব্যবহার করা যেতে পারে।
- **গৃহায়ন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা:** গৃহ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি যেমন- জমি নির্বাচন, গৃহ নকশা প্রণয়ন, স্বাভাবিক ও স্বল্পমূল্যের গৃহ নির্মাণ সামগ্রী, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গৃহসজ্জা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা যায়। এ জ্ঞান লাভ করে উন্নত ও আধুনিক জীবনধারা উপভোগ করা যায়।

- **দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা:** পরিবারে সচ্ছলতা আনয়নে ও জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণের জন্য নারীরা কর্মক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে। কর্মজীবী নারীদের সংকট মোকাবেলায় পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতামূলক আচরণ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে সবাই কাজ ভাগ করে শান্তিপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশ বজায় রাখা যায়।

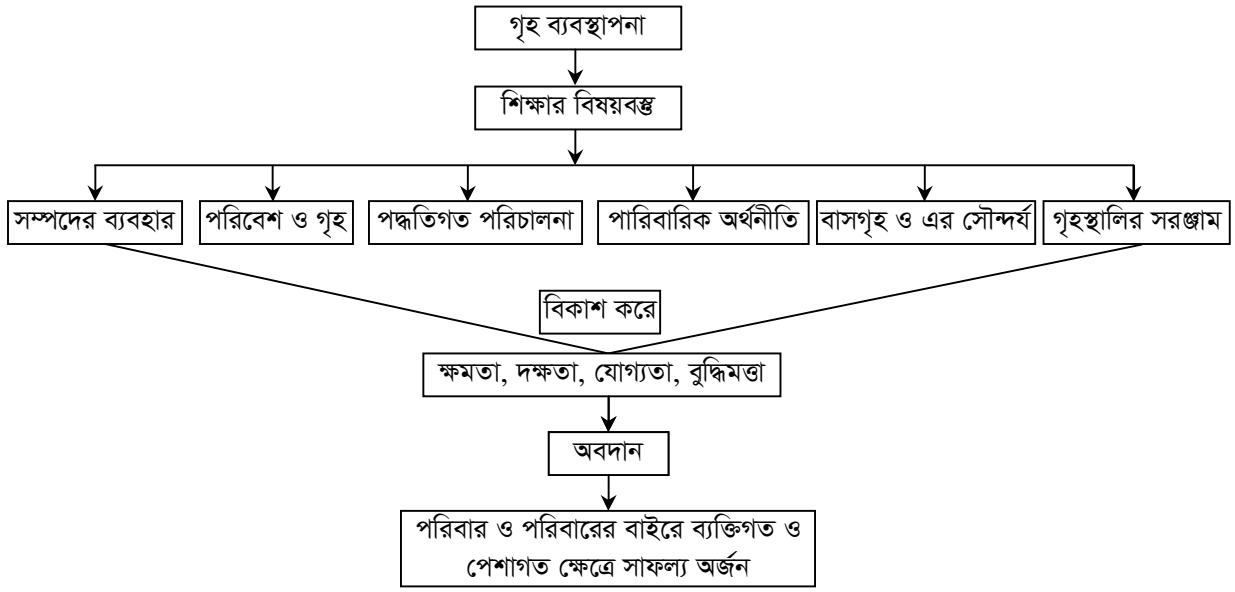

গৃহ ব্যবস্থাপনার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যের কাঠামো

শিক্ষার্থীর কাজ	গৃহ ব্যবস্থাপনার যেকোনো একটি উদ্দেশ্য অর্জনের করণীয় উপস্থাপন করুন।

সারাংশ

গৃহ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হলো- শান্তিপূর্ণ ও উন্নত জীবনযাপনে ব্যক্তি ও পরিবারকে অভ্যস্ত করার জন্য গৃহ ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিসমূহ যথাযথ অনুসরণ করে সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা, মূল্যবোধের ভিত্তিতে লক্ষ্য নির্ধারণ করা, আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্ঞান ব্যবহার করে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সর্বোপরি পরিবর্তিত পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা অর্জন করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। গৃহ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য কোনটি?

ক) সম্পদের যথাযথ ব্যবহার খ) পরিকল্পনা প্রণয়ন

গ) সংগঠন ঘ) মূল্যায়ন

২। গৃহ ব্যবস্থাপনার বিষয় পাঠ করলে–

i. গৃহের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশের সমন্বয় সাধন করা যায়

ii. মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্য নির্ধারণ করা যায়

iii. গৃহায়ন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.৩ লক্ষ্য ও লক্ষ্যের প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- গৃহ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- লক্ষ্যের শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন।

গৃহ ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রবিন্দু হলো লক্ষ্য। ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে চালনা করার অন্যতম প্রেষণা হচ্ছে লক্ষ্য। ব্যক্তির মনের চেতন স্তরে এর অবস্থান। লক্ষ্যকে খুব সহজভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। মানুষের অবচেতন স্তরে যদি বাস করে স্বপ্ন, তবে তার বাস্তবায়নের চিন্তা থাকে চেতন স্তরে- যা হলো লক্ষ্য। যেমন- কোনো ছাত্র তার প্রিয় কোনো শিক্ষকের পড়ানো, ব্যক্তিত্ব ও চালচল পছন্দ করে, স্বপ্ন দেখে সেও একজন শিক্ষক হবে। এখানে আদর্শ শিক্ষক হবার জন্য তাকে পরিশ্রম করে পরীক্ষায় মানসম্পন্ন ফল লাভ করতে হবে। ধীরে ধীরে বিভিন্ন ধাপ এর সফল অতিক্রমের মাধ্যমে তার স্বপ্ন পূরণ হয়। এই স্বপ্নকে ব্যবস্থাপনার ভাষায় লক্ষ্য বলে। Atchison লক্ষ্যকে ভবিষ্যতের আকাঙ্খিত ঘটনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। একটি লক্ষ্য অর্জিত হলে আরেকটি নতুন লক্ষ্য অর্জনের ইচ্ছা তৈরি হয়। লক্ষ্য মানবজীবনের একটি ইতিবাচক দিক, যার দিকে তাকিয়ে সে সামনে এগিয়ে চলে। একটি লম্বা শিকল গাঁথার জন্য যেমন ছোট ছোট রিং একটির মধ্যে আরেকটি প্রবেশ করানো হয়, ঠিক তেমনি একটি দূরের লক্ষ্য অর্জন করার জন্য কাছের ছোট ছোট লক্ষ্যগুলো আয়ত্ব করতে হয়।

গৃহ ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তি ও পরিবারের ইচ্ছা ও পছন্দগুলো হলো মূল্যবোধ। মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হয় পারিবারিক সম্পদ এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য দরকার সঠিক ব্যবস্থাপনা। তাই বলা যায় লক্ষ্যই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মূল চালিকা শক্তি। লক্ষ্য ব্যবস্থাপনাকে সহজ করে এবং একে সফলতার দিকে নিয়ে যায়। লক্ষ্য এমন একটি শক্তিশালী প্রেষণা যা মানুষের আকাঙ্খা পূরণে ধাবিত করে। Edwar এর মতে "লক্ষ্য হলো অস্তিত্বের আকাঙ্খিত অবস্থান।" লক্ষ্যকে জাহাজের নাবিকের কম্পাসের সাথে তুলনা করা যায় যা সাগরের অকূলে দিক নির্দেশনা দেয়। গৃহ ব্যস্থাপনায় পরিবারের সদস্যদের জ্ঞান, মেধা, কর্মদক্ষতা ও আর্থিক সামর্থ্যের ভিত্তিতে লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং সঠিক ব্যবস্থাপনা তার বাস্তব রূপ দেয়।

লক্ষ্যের প্রকারভেদ

লক্ষ্য ৩ প্রকার যথা: ১। দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য, ২। মধ্যবর্তীকালীন লক্ষ্য ও ৩। তাৎক্ষণিক লক্ষ্য

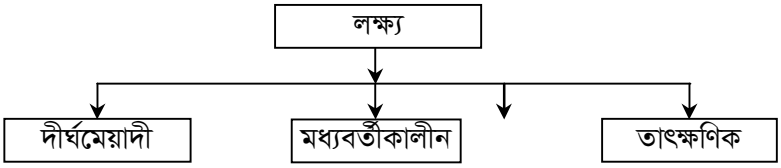

দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য: যে লক্ষ্য জীবনের দীর্ঘতম সময় পর পাবার আকাঙ্খা করা হয় তাকেই দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য বলে। এই লক্ষ্য চূড়ান্ত এবং স্থায়ী। এ লক্ষ্যকে ঘিরেই অন্য সব লক্ষ্যগুলো অর্জিত হয়। এ কারণে এটি সর্বদা মনের মধ্যে অবস্থান করে। তিন প্রকার লক্ষ্যের মধ্যে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয় মধ্যবর্তীকালীন লক্ষ্য। দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য ব্যক্তিকে অন্যান্য লক্ষ্যগুলো অর্জনে তাড়িত করে। একটি উদাহরণ দিয়ে ধারাবাহিকভাবে তিনটি লক্ষ্যকে বিশ্লেষণ করা যায়।

উদাহরণ- তাসনিম এর দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হলো, সে একজন সফল ব্যবসায়ী হবে। নিজেই একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এর মালিক হবে।

মধ্যবর্তীকালীন লক্ষ্য: মধ্যবর্তীকালীন লক্ষ্যকে স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্যও বলা হয়। দীর্ঘমেয়াদী বা প্রধান লক্ষ্যটি অর্জনের জন্য এ লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হয়। মধ্যবর্তীকালীন লক্ষ্যটি তুলনামূলকভাবে সুনির্দিষ্ট। কখনো পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এ ধরনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হয়। এক্ষেত্রে খুব সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় যা দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের উপর প্রভাব ফেলে।

উদাহরণ- তাসনিম বাণিজ্য বিভাগে পড়াশুনা করছে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ধাপে, অর্থাৎ বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার জন্য তাকে প্রস্তুত হতে হচ্ছে।

তাৎক্ষণিক লক্ষ্য: একে নিকটবর্তী লক্ষ্যও বলা যায়। এটি স্বল্পমাত্রার লক্ষ্য যার জন্য বেশি কাজ করতে হয় না। দৈনন্দিন কাজকর্ম করে এ লক্ষ্য অর্জন করা যায়। তবে নিষ্ঠার সাথে কাজকে অগ্রসর করে নিতে হয়। এ ধরনের কর্মকান্ডগুলো চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে গতিশীলতা দেয়। নিষ্ঠা ও ধৈর্য্যের সাথে এ লক্ষ্যগুলো পূরণ করা জরুরি।

উদাহরণ- তাসনিমকে নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন করতে হবে। নিয়মিত স্কুল কলেজে যাতায়াত করা, প্রতিটি পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে কৃতকার্য হওয়া, এভাবেই তাৎক্ষণিক লক্ষ্যকে অর্জন করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	একটি উদাহরণ দিয়ে তিন ধরনের লক্ষ্যকে ব্যাখ্যা করুন।

সারাংশ

লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিচালিত হয়। ব্যক্তির আকাংখাই তার লক্ষ্য। দীর্ঘমেয়াদী, মধ্যবর্তীকালীন ও তাৎক্ষণিক লক্ষ্যগুলো যথাক্রমে প্রথমটি স্থায়ী ও সময়সাপেক্ষ, দ্বিতীয়টি তুলনামূলকভাবে সুনির্দিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণ সাপেক্ষ এবং তৃতীয়টি নিয়মিত অল্প কাজ করে অর্জন করা যায়। লক্ষ্যকে সচেতনভাবে ধারণ করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কীসের উপর ভিত্তি করে লক্ষ্য নির্ধারিত হয়?

ক) মূল্যায়ন খ) পরিকল্পনা

গ) মূল্যাবোধ ঘ) দক্ষতা

২। দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য–

i. চূড়ান্ত

ii. স্থায়ী

iii. তুলনামূলকভাবে সুনির্দিষ্ট

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.৪ গৃহ ব্যবস্থাপনার ধাপ বা পর্যায়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- গৃহ ব্যবস্থাপনার ধাপের চক্র প্রবাহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পরিকল্পনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পরিকল্পনা প্রণয়নের বিবেচ্য বিষয় বর্ণনা করতে পারবেন;
- সংগঠনের পর্যায়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- নিয়ন্ত্রণের ধাপগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

গৃহ ব্যবস্থাপনায় লক্ষ্য অর্জনের জন্য সচেতনভাবে গৃহ ব্যবস্থাপনার ধাপসমূহ অনুসরণ করতে হবে। ধাপসমূহ হচ্ছে–

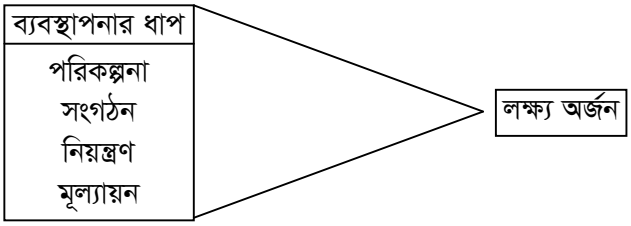

গৃহ ব্যবস্থাপনা ধাপসমূহ ধারাবাহিক কর্মপদ্ধতির সমষ্টি। গৃহ ব্যবস্থাপনায় পূর্ণ সচেতনতার সাথে এ ধাপগুলো অনুসরণ করতে হয়। দু'ধরনের গৃহ সম্পদ অর্থাৎ বস্তবাচক ও মানবীয় সম্পদ ব্যবহারের জন্যই এ ধাপসমূহ অনুসরণ করতে হয়। বস্তুত এভাবেই লক্ষ্য অর্জিত হয়। গৃহব্যবস্থাপনার ধাপসমূহ অর্থাৎ পরিকল্পনা, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ, মূল্যায়ন একের পর এক চক্রাকারে চলমান। এ চক্র প্রবাহের মাধ্যম সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া চলে, যার কেন্দ্র হলো লক্ষ্য। একজন গৃহ ব্যবস্থাপক প্রতিটি ধাপেই দায়িত্ব পালন করেন।

পরিকল্পনা

লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে করণীয় কাজের সুচিন্তিত নকশা প্রণয়ন করাই হচ্ছে পরিকল্পনা। পরিবারের সকল সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নমনীয় পরিকল্পনা কার্যকরি ভূমিকা রাখে। লক্ষ্য অর্জনের জন্য পারিবারিক কাজগুলো নির্ধারিত হয় যেমন- কোনটি করা হবে এবং কীভাবে করতে হবে। পরিকল্পনা কাজকে সুশৃংখল, সহজ ও ঝুঁকিহীন করে। অর্থ, সম্পত্তি, জ্ঞান, দক্ষতা ইত্যাদি সবধরনের সম্পদের সঠিক ব্যবহার করে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিত করে। যেমন- সন্তানের উচ্চ শিক্ষা, বাড়ি তৈরি, বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার জন্য জীবনের প্রথম দিকের উপার্জন থেকে সঞ্চয় করার পরিকল্পনা করা ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে Caroll বলেন- "পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যত নির্ধারণ করা এবং তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।"

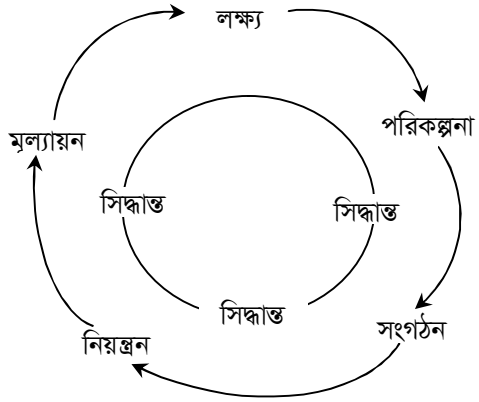

গৃহ ব্যবস্থাপনার চক্র প্রবাহ

পরিকল্পনা প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা করা।
- পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মতামত ও সুবিধা-অসুবিধাকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণযোগ্য পরিকল্পনা করা।
- সফল পরিকল্পনার জন্য পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক থাকতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের কাজ করার ইচ্ছা, দক্ষতা ও যোগ্যতাকে বিবেচনা করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।
- পরিকল্পনাটি সহজে বোঝা যায়, প্রয়োজনে পরিবর্তন করা যায় এবং প্রত্যেকের পছন্দ হয় এমন হওয়া উচিত।

সংগঠন

পরিকল্পনা প্রণয়নের পর কাজগুলোর সমন্বয় করাই হচ্ছে সংগঠন। পরিকল্পিত কাজগুলোতে গৃহ ব্যবস্থাপক নিজে এবং অন্যান্য সদস্যদের অংশগ্রহণ করার উপায় বের করেন। পরিবারিক সম্পদের প্রকৃতি ও পরিমাণ বিবেচনা করে সে অনুযায়ী সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। কর্মীদের কাজের যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কাজ বণ্টনের বিষয়টি সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত। সহজ ভাষায় বলা যায়, যে কাজ করবে তার সাথে সম্পদের সমন্বয় ঘটানো সংগঠনের কাজ।

উদাহরণস্বরূপ বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। এ সংশ্লিষ্ট করণীয় কাজগুলোর তালিকা তৈরি করে তা সদস্যদের মধ্যে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী বণ্টন করতে হবে। যেমন- সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের বাজেট তৈরি করা, অতিথিদের তালিকা তৈরি করা ইত্যাদি গৃহ ব্যবস্থাপক সদস্যদের সাথে আলাপ করে করবেন। বাজার করা, ঘর পরিষ্কার ও আপ্যায়ন করার দায়িত্ব সন্তানদের এবং খাবার তৈরি করাতে গৃহিণীর সাথে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের সংযুক্ত করা যায়।

সংগঠনের তিনটি পর্যায় রয়েছে–

- **ধারাবাহিক বিন্যাস-** গৃহ ব্যবস্থাপক করণীয় কাজগুলোর বিভিন্ন অংশের ধারাবাহিক বিন্যাস তৈরি রচনা করেন।
- **ধারাবাহিকতা রক্ষা-** গৃহ ব্যবস্থাপক কাজগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন।
- **কর্ম কাঠামো তৈরি-** গৃহ ব্যবস্থাপক কাজগুলো বিভিন্ন ব্যক্তিকে দিয়ে করানোর জন্য একটি কর্ম কাঠামো তৈরি করেন।

নিয়ন্ত্রণ

পরিকল্পিত কাজগুলোর বাস্তবায়ন ও সংগঠনের ধারাসমূহকে কার্যকরি করাই হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ। নিয়ন্ত্রণের কাজটি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এতে পরিকল্পিত কাজগুলোর গতি বজায় থাকে। পরিবারের সদস্যগণের জন্য নির্ধারিত কাজগুলো মানসম্মতভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা নিবিড়ভাবে দেখা হয়। নিয়ন্ত্রণ এমন একটি ধাপ যেখানে পর্যবেক্ষণকালে প্রয়োজনে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনও করা হয়। এক্ষেত্রে হঠাৎ কোনো সমস্যা হলে তার সমাধানের জন্য কাজের পরিকল্পনা ও দায়িত্ব পরিবর্তিত হয়।

সচেতনতা ও সাবধানতার সাথে নিয়ন্ত্রিত কাজ গৃহব্যবস্থাপনার পদ্ধতি বা ধাপসমূহকে তার কাঙ্খিত লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়। নিয়ন্ত্রণ কিছু নির্দিষ্ট ধাপ অতিক্রম করে সম্পন্ন হয়–

- **কাজে সক্রিয় হওয়া-** অর্থাৎ উদ্যোগ নিয়ে কাজ শুরু হয়। কোন কাজটি করতে হবে এবং কী উপায়ে করতে হবে তা জেনে কাজ শুরু করতে হয়।
- **পর্যবেক্ষণ করা-** এর মাধ্যমে কাজের অগ্রগতি দেখা হয়। কাজটি নির্ধারিত সময়ে, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করে সফলতার সাথে হচ্ছে কিনা তা দেখা হয়।
- **খাপ খাওয়ানো-** কাজ চলাকালীন কোনো সমস্যা হলে প্রয়োজনে পরিকল্পনায় কোনো পরিবর্তন করে নতুন সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ সম্পাদন করাই হলো খাপ খাওয়ানো।

মূল্যায়ন

ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সাফল্য ও ব্যর্থতার পরিমাপক হচ্ছে মূল্যায়ন। এটি ব্যবস্থাপনার সর্বশেষ ধাপ। যে লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপনার ধাপগুলো অতিক্রম করা হয় তার ফলাফল যাচাই করা হয় এই ধাপে। এ ফলাফল ইতিবাচক বা নেতিবাচক যাই হোক না কেন তা মূল্যায়নের মাধ্যমে ধরা পড়ে। ব্যবস্থাপনার প্রতিটি ধাপকে খুব সূক্ষ্মভাবে মূল্যায়ন করতে হয়। লক্ষ্য অর্জনে আংশিক সফলতা আসলে তাতে সন্তুষ্টি না এনে বরং তাকে ভবিষ্যতে আরো উন্নত করার চেষ্টা করতে হবে।

আবার বিফলতার জন্য যথাযথ কারণ অনুসন্ধান করে তার সংশোধনের চেষ্টা করা যায়। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ পর্যায়ের দোষ-ত্রটিকে সচেতনভাবে বিশ্লেষণ করতে হয়। যথাযথ মূল্যায়নের জন্য করণীয়–

- পরিকল্পনা পর্যায়ে লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে কাজগুলো সাজানো হয়েছে কিনা তা দেখা।
- কাজের ফলাফল যথাযথভাবে যাচাই করা অর্থাৎ সফলতাও ব্যর্থতা শনাক্ত করা।
- লক্ষ্য অর্জিত না হলে তার কারণ বের করে সংশোধনীর মাধ্যমে সফলতা আনা।

শিক্ষার্থীর কাজ	গৃহ ব্যবস্থাপনার ধাপগুলো অনুসরণ করে একটি পরিবারিক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা উপস্থাপন করুন।

সারাংশ

গৃহ ব্যবস্থাপনার ধাপ পরিকল্পনা, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ মূল্যায়ন এ চারটি পর্যায়ে সংঘটিত হয়। পরিকল্পনা হচ্ছে পূর্ব থেকে নির্ধারণকৃত কার্যক্রম। সংগঠন হলো সহযোগী ব্যক্তিদের মধ্যে কাজ বণ্টন এবং সমন্বয় সাধন। পরিকল্পিত কর্মসূচি নির্ধারিত মান অনুযায়ী হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা ও প্রয়োজনে সংশোধন করা হলো নিয়ন্ত্রণ। সর্বশেষ ধাপে মূল্যায়ন হলো লক্ষ্য অর্জনের সফলতা অথবা বিফলতার নির্দেশক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। গৃহ ব্যবস্থাপনায় সংগঠন বলতে কী বোঝায়?

ক) লক্ষ্য অর্জনের জন্য নকশা প্রণয়ন
খ) পরিকল্পিত কাজের বাস্তবায়ন
গ) কাজের সাফল্য ও ব্যর্থতা পরিমাপ
ঘ) পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কাজ বণ্টন ও সমন্বয় সাধন

২। নিয়ন্ত্রণের ধাপ হলো–

i. কাজের সুচিন্তিত নকশা প্রণয়ন ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নমনীয় হওয়া
ii. কাজে সক্রিয় হওয়া
iii. খাপ খাওয়ানো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) ii ও iii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.৫ সিদ্ধান্ত গ্রহণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- গৃহ ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি বা স্তরসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

গৃহ ব্যবস্থাপনার ধাপ বা পর্যায়ের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়। সিদ্ধান্ত শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় চূড়ান্ত ফলাফলে পৌঁছানো এবং একমত হওয়া। পরিবারে কোনো অবস্থার পরিবর্তন হলে বা কোনো সংকট হলে তা মোকাবেলা করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে সে পরিস্থিতিতে কয়েকটি বিকল্প উপায় থেকে একটিকে পছন্দ করে নেয়াই হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। গ্রস এবং ক্র্যান্ডাল এর মতে- সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল কথা হলো একাধিক কার্যক্রম বা বিকল্প ব্যবস্থার মধ্য থেকে একটি কার্যক্রম বা বিকল্প ব্যবস্থা পছন্দ করা। উদাহরণস্বরূপ-

কাজল দশম শ্রেণিতে পড়ে। প্রাক-নির্বাচনি পরীক্ষার ফলাফল তাকে ও পরিবারকে হতাশ করলো। সে চিন্তা করলো- নিজেই আরো যত্নশীল হয়ে পড়ালেখা করবে, নাকি বাবা অথবা বড় ভাইয়ার কাছে পড়বে? অথবা অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তির সহযোগিতা নেবে? অবশেষে সবদিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো কাজল একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য নেবে।

পারিবারিক জীবনচক্রের ধাপসমূহে বিভিন্ন কর্মকান্ড ও বিভিন্ন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নানাবিধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। তবে পারিবারের সিদ্ধান্ত দলীয় সিদ্ধান্তের একটি বিশেষ রূপ। গৃহ ব্যবস্থাপক নিজে এককভাবে অথবা পরিবারের সদস্যদের মতামত নিয়ে দলীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নেন। সাধারণত পরিবারে দলীয় সিদ্ধান্তই বেশি কার্যকর। এক্ষেত্রে পরিবারের প্রধান সবার মত শোনার পরে নিজের মত দিতে পারেন অথবা প্রথমেই নিজের মত প্রকাশ করে বাকিদের মতামত নিতে পারেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দলীয়ভাবে নেয়া হলে তাতে ঝুঁকি থাকে না এবং সিদ্ধান্তের ফলাফলের দায় সবাই মেনে নেয়।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি বা স্তর

সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতিটি শৃংখলার সাথে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি স্তর অতিক্রম করে। তাই লক্ষ্য অর্জনে ও কাজে সাফল্য আনার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে এ ধাপগুলো ক্রমানুসারে অনুসরণ করতে হয়। এগুলো হলো-

● **সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি:** প্রথম স্তরেই সমস্যার ধরন জানতে হবে। সরল সমস্যা হলে তা এককভাবে এবং জটিল হলে তা অন্যান্য সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা ভালো। সঠিকভাবে সমস্যাটি যাচাই করে নিলে পরবর্তী স্তরগুলো অতিক্রম করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।

● **সমস্যা সমাধানের বিকল্প অনুসন্ধান:** এ পর্যায়ে সমস্যা সমাধানের জন্য তথ্য যোগাড় এবং উপায় অনুসন্ধান করা হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিকল্প পথ থেকে একটি বেছে নিতে হয়। তাই বিকল্প পথগুলো যাচাই করার জন্য তাদের সুবিধা-অসুবিধাগুলো বিবেচনা করতে হয়। তবে বিকল্প সমাধানের সংখ্যা বেশি হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কঠিন হয়ে পড়ে।

বিকল্প অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয়–

- সমাধানটি মূল উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত কিনা
- এতে ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দের প্রভাবের পরিমাণ কতটা
- প্রত্যেকটি সম্ভাব্য সমাধানের ফলাফল নিখুঁতভাবে যাচাই করা।

● **বিকল্প সমাধানসমূহ সম্পর্কে চিন্তা:** এটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের তৃতীয় ধাপ। এই ধাপে বিকল্প সমস্যা সমাধানের পথগুলো বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। প্রতিটি বিকল্প সমাধানের ফলাফল কী হতে পারে, এর কী কী উপকারিতা বা অপকারিতা আছে সে সম্পর্কে ভাবতে হয়। ভবিষ্যতের পছন্দনীয় ফলাফল লাভ না করা গেলে এ জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হলে সবচেয়ে ফলপ্রসূ সমাধানের সন্ধান করতে হয়। এ জন্য সুদূর প্রসারী চিন্তার প্রয়োজন।

● **একটি সমাধান গ্রহণ:** এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এ স্তরেই অনেকগুলো বিকল্প থেকে একটি সমাধান গ্রহণ করতে হয়। একটি সিদ্ধান্ত মানুষের পুরো জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে। সময়ের অভাব এবং পরিবারের কোনো ঘটনা কখনো

ব্যক্তিকে সবচেয়ে ভালো সমাধানটি নির্বাচনে বাঁধা দেয়। যেমন- অনেক সময় চমকদার কোনো বিজ্ঞাপন বা পণ্যের বাহ্যিক চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে তাড়াহুড়ো করে তা কিনে ফেলা।

● **গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ:** যে সমাধানটি বাছাই করা হলো, তার ফলাফলের প্রতিক্রিয়া জেনে দায়িত্ব নিয়ে বাস্তবায়ন করতে হবে। সবচেয়ে উত্তম হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর প্রয়োজনে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করা। সবার মতামত ও অনুমতি সাপেক্ষে দায়িত্ব নিলে লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কতগুলো বিকল্প সমাধান বের করুন।

সারাংশ

সিদ্ধান্ত গ্রহণ হলো অনেকগুলো বিকল্প থেকে একটি বেছে নেয়া। পরিবারে একক সিদ্ধান্তের থেকে দলীয় সিদ্ধান্ত কার্যকরি বেশি। পাঁচটি স্তরে সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াটি চলে। এগুলো হলো- সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি, সমস্যা সমাধানে বিকল্প অনুসন্ধান, বিকল্প সমাধানগুলো সম্পর্কে চিন্তা, বিকল্প সমাধান গ্রহণ ও গৃহীত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। সিদ্ধান্ত প্রথম স্তর কোনটি?

ক) সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি
খ) সমস্যা সমাধানের বিকল্প অনুসন্ধান
গ) সমাধান গ্রহণ
ঘ) সিদ্ধান্তের দায়িত্ব গ্রহণ

২। সমস্যার সমাধানের বিকল্প অনুসন্ধানের সময় লক্ষ্যনীয়–

i. সমাধানটি মূল উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কীত কিনা
ii. গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্বশীলতা
iii. ব্যক্তির পছন্দ অপছন্দের প্রভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) ii ও iii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। রুদ্র বড় হয়ে শিক্ষক হতে চায়। কিন্তু সে পড়াশোনায় দুর্বল এবং অনিয়মিত। রুদ্র'র মা বিষয়টি সমাধানের জন্য পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে আলোচনা করেন।

ক) গৃহ ব্যবস্থাপনায় লক্ষ্য বলতে কী বোঝায়?
খ) সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয় কখন?
গ) রুদ্র'র স্বপ্ন পূরণে মধ্যবর্তীকালীন ও তাৎক্ষণিক লক্ষ্য কী হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?
ঘ) রুদ্র'র মা সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন - ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১ : ১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩ : ১। গ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪ : ১। ঘ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৫ : ১। ক ২। ঘ